নতুন ধারা এবং চমক সৃষ্টি করতে

মোহাম্মদ জাকির হাসান

অলিম্পিকের প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনায় আইবিএম

অলিম্পিক গেমস বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদদের স্বপ্ন এবং সাধারণ মানুষের আনন্দ উপভোগের অন্যতম এক উৎস। রোমাঞ্চকর ইভেন্ট, নতুন নতুন রেকর্ড কিংবা চমকপ্রদ ক্রীড়ানৈপুণ্যই শুধু নয় বরং এ গেমসের পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রচারের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও পরিসেবা এখন এক বিশেষ আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। কমপিউটার প্রযুক্তির সফল প্রয়োগই এ আকর্ষণের মূল কারণ। অলিম্পিকে এ প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ ঘটিয়ে তার সুনামটুকু ব্যবসায়িক সাফল্যের সোপান হিসাবে কাজে লাগানোর জন্য বিশ্বের নামকরা কমপিউটার কোম্পানীগুলোর মধ্যে তাই নিয়ত চলছে এক ঠান্ডা লড়াই। কিন্তু অলিম্পিক কমিটি হঠাৎ করেই আগামী ছয় বছরের জন্য এরকম কোন ঠান্ডা লড়াই অংকুরিত হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারেই বিনাশ করে দিয়েছে। **নরওয়ের লিলিহ্যামারে অনুষ্ঠিত গত শীতকালীন অলিম্পিকে আইবিএম প্রযুক্তির যে অনুপম নৈপুণ্য দেখিয়ে উত্তম পরিসেবা নিশ্চিত করেছে তাতে বিমুগ্ধ হয়ে অলিম্পিক কমিটি আইবিএম-এর সাথে ছয় বছরের এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে।** কোন রকম টেন্ডার পদ্ধতি ছাড়া আয়োজিত এ চুক্তি অনুযায়ী ২০০০ সাল নাগাদ অনুষ্ঠিতব্য চারটি অলিম্পিক গেমসেই (২টি শীতকালীন ও ২ টি গ্রীষ্মকালীন) আইবিএম বিনামাশুলে কমপিউটার প্রযুক্তি সরবরাহ করে প্রযুক্তিগত পরিসেবায় নিয়োজিত থাকবে। বিনিময়ে কোম্পানীটি পাবে সাফল্যের সুনামটুকু– যা এর ব্যবসায়িক গন্ডিকে প্রসারিত করবে বিভিন্ন দেশের শত-কোটি মানুষের মাঝে।

আইবিএম-এর প্রতি বহুদিনের দুর্বলতা থাকার কারণেই এ চুক্তি স্বাক্ষরে উদ্বুদ্ধ হয়েছে অলিম্পিক কমিটি। ১৯৯২-এ আলবার্টভিলিতে অনুষ্ঠিত শীতকালীন অলিম্পিকে আইবিএম-এর অফিসভিশন প্যাকেজ সিস্টেমের সফল প্রয়োগ ঘটিয়ে হাজারো দর্শকদের মাঝে চমক সৃষ্টি করেছে। ঐ বছরেই আবার বার্সিলোনাতে অনুষ্ঠিত ১,৩০,০০০ ব্যবহারকারীর জন্য এ প্যাকেজ সিস্টেমকে আরও উপযোগী এবং সুসমন্বিত করে সংস্থাপন করেছিল কোম্পানীটি। এ সিস্টেম ব্যবহারকারী অলিম্পিক প্রেমিকদের উপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে যে শতকরা ৬৭ ভাগ দর্শকই এ সিস্টেমকে সময়োপযোগী বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছে এবং বাকী ৩৩ ভাগ একে এক অনবদ্য অফিস প্যাকেজ সিস্টেম হিসাবে চিহ্নিত করেছে। লিলিহ্যামারের অলিম্পিকে ক্রীড়াবিদ, সাংবাদিক এবং স্বেচ্ছাসেবী কর্মীসহ প্রায় ৫০,০০০ ব্যবহারকারীকে ২৪ ঘন্টার সার্বক্ষণিক পরিসেবা দিয়েছে আইবিএম-এর এমভিএস ভিত্তিক এ অফিসভিশন প্যাকেজ।

কোন ধরণের দ্বিধাগ্রস্ত না হয়েই ২০০০ সাল নাগাদ অনুষ্ঠিতব্য সবক'টি অলিম্পিকের প্রযুক্তিগত পরিসেবার দায়িত্ব আইবিএম-এর উপর ছেড়ে দিয়েছে অলিম্পিক কমিটি এক পরম বিশ্বস্ততায়। এ **গেমসগুলোর প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনায় আইবিএম-এর ব্যয় হবে প্রায় ৯.১ মিলিয়ন পাউন্ড। এ ব্যয়ের পরিমাণ আরও বেড়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।** কারণ আইবিএম-এর এ ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র বিশেষ কতগুলো প্রযুক্তিপণ্য আর প্রযুক্তিক কৌশলের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। নতুন নতুন প্রযুক্তিপণ্যের সমাবেশ এবং কৌশলের সমন্বয় ঘটানো হবে যখন যেভাবে দরকার সেভাবেই। প্রতিযোগিতার মূল ফলাফল বিশ্লেষণ, প্রদর্শন এবং ধারাভাষ্যসহ অন্যান্য ক্ষেত্রকে সর্বদাই আকর্ষণীয় করে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রাখবে বলে আইবিএম জানিয়েছে। কোম্পানীটি ইতিমধ্যেই এ ধরণের প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রেখেছে অনেকবার। **বার্সিলোনা অলিম্পিকে কোন ইভেন্টের বিচারক মন্ডলীর রায় চুড়ান্ত হওয়ার পর তা বুলেটিন বোর্ড এবং ভাষ্যকারদের নিকট পৌছাতে সময় লাগবে ২ থেকে ৩ সেকেন্ড।** কিন্তু, লিলিহ্যামারের অলিম্পিক আইবিএম এ সময় কয়েকগুণ কমিয়ে অর্ধসেকেন্ডে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। কোম্পানীটি এ উন্নয়ন সাধন করেছে পিএস/২ সার্ভার ব্যবহার করে এবং সিকো টাইম ডিভাইস থেকে মাঠ ও ক্রীড়াবিদদের পরিহিত পোষাকে সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে। বিচারকমন্ডলীর চুড়ান্ত রায়ের পর পিএস/২ সার্ভার তা প্রোসেসিং এর জন্য কেন্দ্রীয় মেইনফ্রেমে পাঠিয়েছে আর মেইনফ্রেম কমপিউটারটি ডাটা ও তথ্য গ্রহণ করে সিক টেলিপ্রোসেসিং ডিভাইসের সহায়তায় প্রোসেসিং ও প্রদর্শনের জন্য চুড়ান্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। ভাষ্যকারদের সাথে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ৮০০টি টাচ-স্ক্রীন সংবেদনশীল পিএস/২ সার্ভার। এ স্ক্রীনের মাধ্যমে বিভিন্ন ইভেন্টের নিয়মাবলীর বিশদ ব্যাখ্যা, ক্রীড়াবিদদের রেকর্ড এবং ইতিহাস প্রদর্শণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভাষ্যকারদের জন্য ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ এবং নরওয়েজিয়ান ভাষায় ধারাবিবরণী দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। লিলিহ্যামার ছাড়াও ইউরোপ এবং উত্তর-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে স্থাপন করা হয়েছিল কমেনটারি ষ্টেশন যাতে ঐসব দেশের জনগণ ঘরে বসে অনেকটা লিলিহ্যামারের মতই এ গেমস উপভোগ করতে পারে। সবকিছু মিলিয়ে লিলিহ্যামারের শীতকালীন অলিম্পিকের প্রযুক্তি-ব্যবস্থাপনা বিশেষ আকর্ষন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল।

আজ থেকে ৭০ বছর আগে শীতকালীন অলিম্পিকের যাত্রা শুরু। প্রথম শীতকালীন অলিম্পিকে ১৬ জাতির ২৫৮ জন ক্রীড়াবিদ ১৪ টি ইভেন্টে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু গত লিলিহ্যামারের অলিম্পিকে অংশ নিয়েছিল ৬০ জাতির ২০০০ জন অংশগ্রহণকারী সর্বমোট ৫৭টি ইভেন্টে। কাজেই এ অলিম্পিককে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার মাধ্যমে অর্থবহ করে তোলার জন্য স্বভাবতই একটি আধুনিক এবং বিশ্বস্ত কমপিউটার ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন ছিল। **কিন্তু অলিম্পিক কমিটি এজন্য কোম্পানীগুলোর মধ্যে কোন উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার আহ্বান করেনি। এমনকি ইউনিক্স-ভিত্তিক অফিস সিস্টেম প্যাকেজ ইউনিপ্লেক্স কিংবা মেইনফ্রেম ভিত্তিক অফিস প্যাকেজকেও সক্রিয় বিবেচনায় আনেনি।** এসব কিছুকে পাশকাটিয়েই অলিম্পিক কমিটি একমাত্র আইবিএমকেই সুযোগ দিয়েছে। যদিও ডিজিটাল ইকুইপমেন্ট, সাইমেন্স, নিক্সডর্ফ এবং ইউনিসিসের মত অনেক কোম্পানী লিলিহ্যামারের শীতকালীন অলিম্পিকের প্রয়োজনীয় কমপিউটার প্রযুক্তি সরবরাহ করে তা নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বধানে সক্ষম ছিল।

দু'টি গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকসহ চার-চারটি অলিম্পিকের কমপিউটার ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ আইবিএম-এর দখলে চলে যাওয়ায় ভাগ্যাহত অনেক কোম্পানীই ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। আসন্ন গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের টেলিভিশন দর্শক হবে প্রায় ৩ বিলিয়ন–যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ। এরকম একটা গেমসে কমপিউটার প্রযুক্তির সফল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুনাম এবং ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনের লোভনীয় সুযোগ কোন কোম্পানীই ছাড়তে রাজী নয়। কারণ অফিস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইবিএম-এর অফিসভিশনের চেয়ে দক্ষ এবং জনপ্রিয় প্যাকেজ রয়েছে অনেক কোম্পানীরই। ১৯৯৩ এ জীফোন পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে–লোটাস ডেভেলপমেন্ট এবং ভেরিম্যাশনের অফিস প্যাকেজ সিস্টেম আইবিএম এর অফিসভিশনের তুলনায় বেশী জনপ্রিয় এবং তাদের ব্যবহারকারীর সংখ্যাও অধিক। এসব যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে অলিম্পিক কমিটির নির্বাহী বোর্ডের একজন সদস্য রিচার্ড পাউন্ড জানিয়েছেন যে, অলিম্পিককে অত্যাধুনিক কমপিউটার প্রযুক্তিতে সাজানোর যে চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে-তা মাথাপেতে নেয়ার মত প্রযুক্তি, কারিগরী দক্ষতা এবং মনোবল আইবিএম-এর রয়েছে এবং এসব এখন পরীক্ষিত সত্য। আইবিএম অফিসভিশন প্যাকেজের গুণগত মান তুলে ধরে বলেছে যে, তার মেইনফ্রেম ভিত্তিক অফিস প্যাকেজের ৪০০০ টি লাইসেন্স রয়েছে। অন্যদিকে অফিসভিশন প্যাকেজে ওএস/৪০০ ভার্সন ব্যবহারের ফলে বিশ্বব্যাপী নয় মিলিয়ন লোক তা ব্যবহার করছে।

আইবিএম অফিসভিশন প্যাকেজের উৎকর্ষতা বাড়াতে সব ধরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। **বর্তমানে এ প্যাকেজ ডস, ওএস/২, এবং উইন্ডোজ দ্বারা পরিচালিত হয়। ভবিষ্যতে ইউনিক্স এবং অন্যান্য জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম দ্বারা পরিচালনা করার জন্যও একে উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। অন্যদিকে, মেইল, ক্যালেন্ডার, ডাটা লাইব্রেরী এবং এড্রেস বুক সংযোজনের প্রচেষ্টাও চলছে এ অফিসভিশন প্যাকেজে।** অফিসভিশন ব্যবহারকারীদের অনেকেই প্যাকেজটিকে একটি আস্থা রাখার মত প্যাকেজ হিসেবে অভিহিত করেছেন–এমনকি নন-ফরম্যাটেড ডাটার ক্ষেত্রেও।

বস্তুতঃ ২০০০ সাল নাগাদ সবগুলো অলিম্পিকের কমপিউটার প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আইবিএম-এর দখলে চলে যাওয়ায় বিস্ময়ের কিছুই নেই। বিগত কয়েকটি অলিম্পিকে আইবিএম প্রযুক্তিগত যে নিপুণতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে তাতে অলিম্পিক কমিটি আইবিএমকেই যে সর্বাধিক প্রধান্য দেবে তা বোঝা যাচ্ছিল অনেক আগ থেকেই। তবে অনেক বিশেষজ্ঞ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কমিটি যৌথভাবে আরও কিছু কোম্পানীকে এ সুযোগ দিলে অলিম্পিকের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনায় যেমন বৈচিত্র আসত তেমনি উন্নয়নের ধারা আরও বেগবান হত। আবার অলিম্পিকের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা একক নেতৃত্বে পরিচালিত হলেই সার্বিক সিস্টেমের সমন্বয় সাধন সহজ হবে বলে মত দিয়েছেন অনেকে। আইবিএম অবশ্য এসব আলোচনা–সমালোচনায় বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে অলিম্পিকের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনায় নতুন ধারা এবং চমক সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনের প্রয়াসে চ্যালেঞ্জ নিয়ে মাঠে নেমেছে।

(বিদেশী পত্রিকার অনুসৃতি)